চাষার পো
জাগবে আগে
তার আগে
না সূর্য জাগে

চাষের কথা

চর্তুদিকে
দিয়ে বেড়া
ধর তবে
চাষের গোড়া

বর্ষ ১৬ ।। সংখ্যা ১ ।। জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ।। ১৫ পৌষ ১৪ অঘ্রান ১৪১৯

২০০৯ -এর ২৩ মে- ২৫ মে প্রবল সমুদ্র ঝড় আয়লা ভারত ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আয়লায় ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়, বড় বড় গাছ পড়ে যায় । অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়, নিরুদ্দেশ হয় ।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর,হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই ছয় জেলা আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারাদেশে নিদেনপক্ষে ৫০ হাজার হেক্টর কৃষি জমি নষ্ট হয় । টাকার মূল্যে হিসেব করলে যার পরিমাণ হবে ১২৫ কোটি ।

আয়লায় বিপন্ন মানুষের সংখ্যা ২ লাখ । এই দু-লাখের একটি বড় অংশ কৃষি-নির্ভর। কিন্তু মাটি নোনা হয়ে যাওয়ায় চাষবাসের কোনো আশা ছিল না । নানা সংগঠনর তরফে এলাকায় চাষবাস ফিরিয়ে আনতে, মাটিকে ফিরিয়ে আনতে নানা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ফল ভালো হয়েছে। এমনই কয়েকটি প্রয়াসের বৃত্তান্ত এবার প্রকাশিত হল।

কেস স্টাডি

চাষি : সুমালী রায়
গ্রাম : হরেকৃষ্ণপুর, ব্লক : বাসন্তী, থানা : রানীগড়, উত্তর ২৪ পরগনা,
দল : **বিদ্যাধরী স্বনির্ভর গোষ্ঠী**

জমির ধরন
মোট ২ বিঘা জমি (১ বিঘা ১৫ কাঠা মাঝারি এবং ৫ কাঠা নিচু) এঁটেল -দো আঁশ ধরনের মাটি। আয়লার পর থেকে জমি নোনা এবং আগাছাও দেখা যায়নি।

ক্ষয়ক্ষতি
জমি ১৫ দিন নোনা জলে ডুবে থাকে। নোনার কারণে জমিতে ২০১০ সালে কোনো ফলন হয়নি।
হাঁস, মুরগি, ছাগল আয়লায় মারা যায়।

পদক্ষেপ
- ২০১১ সালে পুকুরের পাঁক ও জৈবসার ব্যবহার করা হয়।
- সবুজ সার হিসেবে বর্ষার আগে ধনচে লাগানো হয় ।
- ২০১২-১৩ সালে জমিতে ১৩ ধরনের সবজি, আপৎকালীন ফসল, আমন ধান এবং পয়রা করে মুগ করা হয়। মুগের ফলন ভালো হয়নি। তবে, মোট ১৪ বস্তা ধান (৫৫-৬০ কেজিতে ১বস্তা) ও ৫০ থেকে ৬০ কেজি সবজি পাওয়া যায়।

চাষি : সীতা মালী

গ্রাম-ডাকঘর : সামসেরনগর, ব্লক: হিঙ্গলগঞ্জ,থানা : হিমনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, দল : **সুন্দরবন মহিলা সমিতি**

জমির ধরন

১বিঘা নিচু ধানজমি, বাস্তু ৬ কাঠা এবং পুকুর ৪ কাঠা। আয়লার পর থেকে জমি নোনা।

ক্ষয়ক্ষতি

বাস্তুজমি, চাষের জমি, পুকুরে ২ সপ্তাহের বেশি জল দাঁড়িয়ে থাকে।

সমস্ত ফলগাছ, পুকুরের মাছ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া ৭টি হাঁস, ১৪টি মুরগি, ৫টি ছাগল ও ২টি গরু মারা যায়।

পদক্ষেপ

- আয়লার পরের বছর নোনা ধান, যেমন হোগলা, কামিনী, ঘেউস চাষ করে ৯০ কিলো ফলন পায়।
- জমিতে নোনা কাটানোর জন্য সবুজ সারের ব্যবহার করা হয়।
- ২০১১ সালে একই নোনা-ধান চাষ করে ১৫০ কিলো ফলন পায়। সঙ্গে পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ করা হয়। সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করা হয়।

২০১২-১৩ সালে ৫০০ কিলো ধান, ২ কুইন্ট্যাল সবজি ও ৫০ কিলো মাছ পাওয়া যায়।

চাষি : কল্যাণী বরকন্দাজ

গ্রাম-ডাকঘর: নেবুখালি, ব্লক-থানা: হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনা, দল : **প্রীতিলতা মহিলা সমিতি**

জমির ধরন

মোট ২৪ কাঠা জমি। ১০ কাঠা উঁচু, ১০ কাঠা নিচু আর ৪ কাঠা পুকুর। এঁটেল ও পিছল মাটি, জলধারণ ক্ষমতা বেশি। আয়লার পর মাটি নোনা। আগাছাও হয় না।

ক্ষয়ক্ষতি

চাষের জমি ও পুকুর ১৫-২০ দিন নোনা জলে ডুবে থাকে।

আয়লার পর ২০১০ সালে জমিতে আমন চাষ করা হয়, নোনার কারণে ফলন হয়না।

পদক্ষেপ

- ২০১১ সালে জমিতে ধঞ্চে ও জৈব সারের ব্যবহার করা হয়।
- ২০১২ সালে জমির গঠন পরিবর্তন করা হয়। ধান-মাছ-হাঁস-এর একত্রিত চাষ শুরু করা হয়।

২০১২-১৩ সালে ২০ ধরনের সবজি হয়, মোট উৎপাদন ১.৫ কুইন্ট্যাল। ৬০ কেজি মাছও হয়।

চাষি : মীরা গায়েন

গ্রাম-ডাকঘর : পারঘুমটি, ব্লক : হিঙ্গলগঞ্জ,থানা : হিমনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, দল : স্বনির্ভর মহিলা সমিতি

জমির ধরন

চাষ জমি ১৫ কাঠা (নিচু), বাস্তুজমি এবং পুকুর মিলিয়ে ১ বিঘা, আয়লার পর থেকে জমি নোনা।

ক্ষয়ক্ষতি

বাস্তুজমি, চাষ জমি ও পুকুরে ১০-১৫ দিন নোনা জল দাঁড়িয়ে থাকে।

হাঁস-মুরগি-ছাগল মারা যায়। ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়, ফল ও অন্যান্য গাছ মারা যায়।

পদক্ষেপ

- জমিতে সবুজসার, ধনচে,জীবাণুসার ও কেঁচোসারের ব্যবহার শুরু করা হয়।
- ২০১১ সালে নোনা-সহনশীল ধান লাগিয়ে ১৫০-১৮০ কিলো ফলন পাওয়া যায়।
- ২০১২ সালে ধান-মাছ-হাঁস একত্রে চাষ করা হয়। জমির গঠন পরিবর্তনও করা হয়। ফলে অনেকটা নোনা কাটানো সম্ভব হয় এবং আগের তুলনায় ফলনও বৃদ্ধি পায়।

২০১২-১৩ সালে জমি থেকে ২০০ কিলো ধান ও ২.৪৫ টন সবজির ফলন পাওয়া যায়।

চাষি : রবীন্দ্রনাথ মৃধা

গ্রাম-ডাকঘর : পারঘুমটি, ব্লক: হিঙ্গলগঞ্জ,থানা : হিমনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, দল : **কৃষি উন্নয়ন সমিতি**

জমির ধরন

বাস্তুজমি :১৫ কাঠা, চাষ জমি : ৮ কাঠা (নিচু জমি), পুকুর :৪ কাঠা। মাটি এঁটেল, জল দাঁড়িয়ে থাকে, আয়লার পর সম্পূর্ণ নোনা হয়ে যায়।

ক্ষয়ক্ষতি

চাষ জমি ১৮ দিন নোনা জলে ডুবে ছিল, বাস্তু ও পুকুরে জল দাঁড়িয়েছিল ১ সপ্তাহ। ২টি গরু, ১০টি ছাগল, ৮টি হাঁস, ২৫টি মুরগি মারা যায়। দুটি বাছুর বেঁচে ছিল, পরে খাবারের অভাবে মারা যায়। পুকুরের মাছ ও বাড়ির ফলগাছও নষ্ট হয়ে যায়।

পদক্ষেপ

- ২০১০ সালে নিচু জমিতে নোনা-সহনশীল তালমুগুর, হোগলা, কামিনী, ঘেউস, নোনাশ্রী, ঝিঙেশাল, কুমড়গোড় চাষ করা হয়। ১ কুইন্ট্যাল ফলন হয়।
- ২০১১-১২ সালে জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করা হয়। দেশী বীজে সবজি ও নোনা ধান করা হয়। পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ করা হয়।

২০১২-১৩ সালে ধানের ফলন হয় ১৪ মন। আলু, কচু ও অন্য আনাজপাতি মিলিয়ে সবজির ফলন হয় মোট ৮ কুইন্ট্যাল।

চাষি: গঙ্গাধর ঘোড়ই

গ্রাম-ডাকঘর : গোবিন্দপুর আবাদ, ব্লক : পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দল : **বাবা পাগলানন্দ কৃষক দল**

জমির ধরন

ধানজমি ২ বিঘা, ডাঙাজমি (সবজি চাষ) ৫ কাঠা, পুকুর ৮ কাঠা, বাস্তুজমি ২ কাঠা। আয়লার পর মাটিতে নোনার পরিমাণ বেড়েছে এবং মাটি জমাট হয়ে গেছে।

ক্ষয়ক্ষতি

নোনা জল সবজি ক্ষেতে-ধানজমিতে ঢুকে পড়ায় ফসল নষ্ট হয়। পুকুরে নোনার পরিমাণ বাড়ে, মাছ নষ্ট হয়।

পদক্ষেপ

- নোনা কাটানোর জন্য মাঠে ধনচে চাষ করা হয়। নোনা-সহনশীল দেশি ধানের চাষ (দুধেশ্বর, মরিচশাল,গোবিন্দভোগ) করা হয়।
- কেঁচোসার ও গাদাসারের ব্যবহার করে সবজি চাষ করা হয়।

চাষি : শুকদেব মন্ডল

গ্রাম: সাগরমাধবপুর, ব্লক: পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দল : **রামগঙ্গা কৃষক দল**

জমির ধরন

ধানজমি ১৭ শতক, সবজি চাষের জমি ১৭ শতক (নিচু), বাস্তুজমি ৫ শতক, পুকুর ১২ শতক, মাটি এঁটেল ও নোনা।

ক্ষয়ক্ষতি

পুকুরের মাছ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। বাড়ির ভিত নড়ে যায়। ধানক্ষেতে নোনা জল ঢুকে যায়। ৭ দিনের মধ্যে জল সরে গেলেও, মাটিতে নোনার পরিমাণ বেড়ে যায়, নোনা বাড়ার ফলে ধান ও সবজির উৎপাদন কমে যায়।

পদক্ষেপ

- পুকুরের নোনা কাটানোর জন্য চুন, ব্লিচিং, গোবরগোলা জল ছড়ানো হয়
- জমির গঠন পরিবর্তন করা হয়। যার ফলে জমির উৎপাদন ও ফসল বৈচিত্র্য দুই বাড়ে।
- রিলে ক্রপিং, বেড ও মাচার ব্যবহার, আচ্ছাদন করে সবজি, পয়রা চাষ এবং বস্তায় সবজি করে উৎপাদন বাড়ে।
- নোনা-সহনশীল ধানের চাষ করা হয়।

চাষি: বলাইচাঁদ ঘোড়ই

গ্রাম-ডাকঘর : পূর্ব শ্রীধরপুর, থানা-রাজদিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন

৩ বিঘা ডাঙা জমি (বাস্তুজমি ও পুকুর বাদ দিয়ে)। মাটি এঁটেল। আয়লার পরে নোনা বাড়ে।

ক্ষয়ক্ষতি

প্রায় ১৫ দিন ধরে জমিতে নোনা জল জমে থাকে। পুকুর নোনা জলে ভেসে যায়। ফসল নষ্ট হয়ে যায়। জমি নোনা হয়ে যাওয়ায় চাষযোগ্য থাকে না। আয়লার পরের বছর জমিতে ঘাস পর্যন্ত হয়না।

পদক্ষেপ

- নোনা জল পাম্প করে বের করে দেওয়া হয়, পরে বৃষ্টির জল ৫-৬ দিন ধরে রেখে বের করে দেওয়া হয়, যাতে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর, পাতাপচা, গাদাসার ব্যবহার করা হয়।
- জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ধনচে চাষ করা হয়।

শেষ আর্থিক বছরে উৎপাদন বিঘে প্রতি ৯-১০ মন আমন ধান ও ১৬ মন বোরো। এছাড়া বিভিন্ন সবজি যেমন ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, ওলকপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভালো হয়।

চাষি : গৌরহরি পাত্র

গ্রাম-ডাকঘর : পূর্ব শ্রীপতিনগর, থানা:কুলতলি(মৈপীঠ কোস্টাল), দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন

বাস্তুজমি ও পুকুর বাদে ৩ বিঘা মাঝারি জমি। নোনা মাটি।

ক্ষয়ক্ষতি

১০ দিন জমিতে নোনা জল জমে থাকে। ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

পদক্ষেপ

- প্রথম বর্ষার জল ধরে রেখে নালা কেটে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- তারপর জমিতে কেঁচোসার, গোবরসার, গাদাসার, সরষে খোল, কেঁচো, নিমখোল, বাড়ির আবর্জনা ব্যবহার করা হয়।
- মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ধনচে চাষ করা হয়।
- ২০১২-১৩ সাল বিঘে প্রতি ৮-৯ মন আমন ধান হয়, এছাড়া কিছু সবজি যেমন ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, বেগুন, কচু, কুমড়ো ইত্যাদির ফলন পাওয়া যায়।

চাষি : লক্ষ্মীকান্ত সর্দার

গ্রাম-ডাকঘর : পূর্ব শ্রীপতিনগর, থানা : রায়দিঘি (মৈপীঠ কোস্টাল), দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন

বাস্তুজমি ও পুকুর বাদে ২.৫ বিঘা মাঝারি জমি। মাটি দো আঁশ। আয়লার পরে নোনা হয়ে যায়।

ক্ষয়ক্ষতি

প্রায় ৭ দিন জমিতে নোনা জল জমে থাকে। ফসল নষ্ট হয়ে যায়। নোনার কারণে চাষ সম্ভব হয়নি।

পদক্ষেপ

- বর্ষার জল ধরে রেখে নালা কেটে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- জমিতে জৈবসার হিসেবে কেঁচোসার, কম্পোস্ট, গাদাসার ব্যবহার করা হয়।
- ধনচে চাষ করা হয়।

শেষ আর্থিক বছরে বিঘে প্রতি ১৩ মন আমন ধানের উৎপাদন হয়। কিছু সবজির ফলন বেড়েছে।

চাষি : **পিন্টুকুমার পুরকাইত**
গ্রাম -ডাকঘর: পশ্চিমজটা, থানা : রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন
১ বিঘা মাঝারি জমি, মাটি এঁটেল।

ক্ষয়ক্ষতি
প্রায় ৭ দিন জমিতে নোনা জল জমে থাকে। ফসল নষ্ট হয়ে যায়, জমি নোনা হয়ে যায়। প্রথম দুবছর ফসল খুব কম হয়। শুধু বিটের ফলন ভালো হয়।

পদক্ষেপ
- জমি থেকে জল পাম্প করে বের করে দেওয়া হয়। আড়াআড়িভাবে জমিতে নালা কাটা হয়, যাতে বর্ষার জলে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- তারপর পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার যেমন গোবর, গাদাসার, বাড়ির আবর্জনা ও ধনচের ব্যবহার করা হয়।
- কেঁচো সার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য।

শেষ আর্থিক বছরে ধানের উৎপাদন ১১ মন (আমন),১৯ মন (বোরো)। এছাড়াও বিভিন্ন সবজি যেমন ঝিঙে, শশা ইত্যাদির ভালোই ফলন হয়।

চাষি: হরিসাধন হালদার
গ্রাম: বিনোদপুর, ডাকঘর: বি-অম্বিকানগর, থানা: কুলতলি (মৈপীঠ কোস্টাল), দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন
১.৫ বিঘা মাঝারি জমি (বাস্তুজমি ও পুকুর বাদ দিয়ে) মাটি এঁটেল,আয়লাতে নোনা হয়ে যায়।

ক্ষয়ক্ষতি
প্রায় ৭ দিন জমিতে নোনা জল জমে ছিল। ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নোনার কারণে চাষ করা সম্ভব হয়নি। জমিতে ঘাস পর্যন্ত জন্মায়নি।

পদক্ষেপ
- বর্ষার জল ধরে রেখে নালা কেটে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- জমিতে কেঁচোসার ও কম্পোস্ট ব্যবহার করা হয়।
- ধনচে এবং খেসারি চাষ করা হয়।

শেষ আর্থিক বছরে বিঘে প্রতি ১১ মন আমন ধান উৎপাদন হয় এবং আগে থেকে ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, বেগুন ইত্যাদির ফলন বেড়েছে।

চাষি : বিশ্বনাথ সাহু
গ্রাম : বিনোদপুর, ডাকঘর: বি-অম্বিকানগর,থানা: কুলতলী (মৈপীঠ কোস্টাল), দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জমির ধরন
৩.৫ বিঘা মাঝারি জমি (বাস্তুজমি ও পুকুর বাদ দিয়ে) মাটি এঁটেল, আয়লার পরে নোনার পরিমাণ বেশি।

ক্ষয়ক্ষতি
প্রায় ৭ দিন জমিতে নোনা জল জমে ছিল। ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নোনার কারণে চাষ করা সম্ভব হয়নি।

পদক্ষেপ
- আয়লার পরে প্রথম বর্ষার জল ধরে রেখে নালা কেটে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে জমি ধুয়ে কিছুটা নোনা কাটে।
- তার জমিতে কেঁচোসার, গোবরসার, গাদা সার, সরষের খোল ব্যবহার করা হয়।
- ধনচে চাষও করা হয়।

শেষ আর্থিক বছরে এক বিঘেতে ১৫ মন আমন ধান হয়। এছাড়াও ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, বেগুন, সরষে, আমআদা, অড়হর, ইত্যাদির ফলন হয়।

প্রতিবেদক : দেবব্রত গুছাইত, নারায়ণচন্দ্র বাছাড় , চিন্ময় মুখার্জী ও পৃথ্বীরাজ নাথ

সুন্দরবনের কৃষির ওপর জলবায়ু বদলের প্রভাব ও জৈব ফসলের বিপণন সমন্বয় শীর্ষক এক আলোচনাসভা হল গত ৮ জুন ২০১৩, কলকাতার WBVHA সভাগৃহে। আয়োজক ডিআরসিএসসি ও এড ইন্ডিয়া। অংশ নিয়ে ছিল সুন্দরবনের মুক্তি, বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সংঘ, ইন্দ্রপ্রস্থ সৃজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, স্বনির্ভর এবং চম্পা মহিলা সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত ছিল আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের বেশ কিছু কৃষক।

সুন্দরবনে আয়লায় অনেক কৃষক, অনেক পরিবার জীবিকা হারিয়েছে। ওখানে প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই বেশি। আয়লার পর জমি নোনা হয়ে যাওয়ায় যারা এখনো অনেকে ভালো ফলন পায়না। চাষবাস ক্রমে খারাপ হতে থাকায় এখান থেকে জন খাটতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার চল বহুদিন । তথ্য বলছে, আয়লার পর এই পাড়ি আরও বেড়েছে। ভবিষ্যতেও আয়লার মতো বিপর্যয় আসতে পারে। আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ছিল বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের নিরিখে চাষিদের এইসব সমস্যার সমাধানের পথ সন্ধান।

সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি দিশা নিয়ে আলোচনা করেন ডিআরসিএসসি-র শ্রী অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জি। জলজমা জায়গায় বেড করে চাষ, নোনা কাটানোর জন্য জমির গঠন পরিবর্তন, সবুজ সার-ধনচে ব্যবহার, ধান-মাছ-হাঁস-অ্যাজোলা একসঙ্গে চাষ, জল ও মাটির ব্যবস্থাপনা, ফসল নির্বাচন প্রভৃতি পদ্ধতির কথা শ্রী চ্যাটার্জি বলেন। এরপর বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সংঘ রাসায়নিক চাষের পরিণতি নিয়ে একটি অঙ্গন নাটক মঞ্চস্থ করে।

দ্বিতীয়ার্ধের বিষয় ছিল জৈবশস্য, ক্রেতা সমন্বয় ও স্বাস্থ্যে রাসায়নিক সার-কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব ঘিরে । আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তুষার চক্রবর্তী । উপস্থিত ছিলেন শহরের ক্রেতারা।

প্রতিবেদক : পার্থ দে

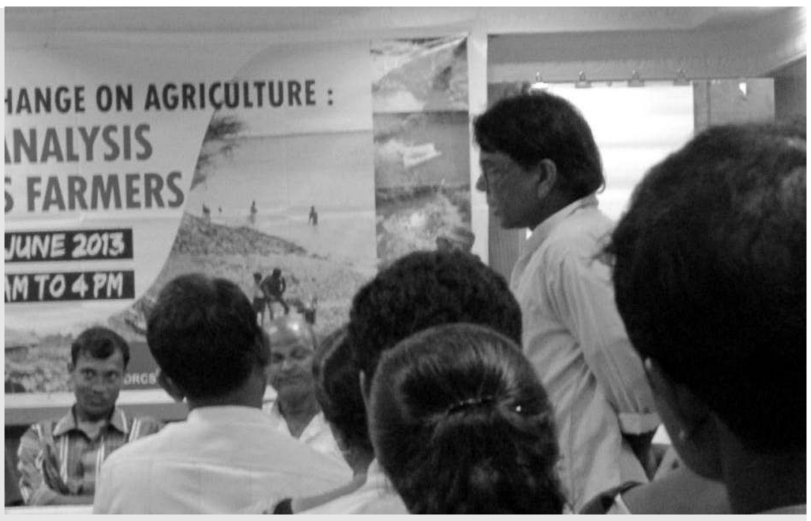

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত রানা কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org